Cycling to 64 Districts

2011/12

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণে তহবিল সংগ্রহের আবেদন নিয়ে বাইসাইকেল আরোহীদের ৬৪ জেলা ভ্রমন – ২০১১/১২

অভিভাবকের আদেশ মানতে গিয়ে ২০০৫ সালে ৬৪ জেলা ট্যুরের অর্ধেকের বেশী জেলা ঘুরবার পরেও বাসায় চলে এসেছিল এঞ্জেলা এবং দীপু। অথচ এই ট্যুরটা ছিলো এঞ্জেলারই স্বপ্ন। তাই ২০০৬ সালে এঞ্জেলা বলেছিলো, "বাংলাদেশের ৬৪ জেলা ভ্রমণ সম্পুর্ন না করতে পারলে, আমি আর কোনদিনই কোন ট্যুর দেবো না।" বারবারই পরিকল্পনা করার পরেও সময় মিলছিলো না তিনজনের। তিনজনেরই জীবনের ইচ্ছা পৃথিবী ঘুরে দেখা। আনুমানিক ২০১০ সাল থেকে সর্বোচ্চ শক্তিতে চেষ্টা শুরু করলো তারা। কিছু প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু আশ্বাসও পাওয়া গেল পাশে থাকার বিষয়ে।

২০১০ সালের শেষভাগে পরিচিত দুটো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় নিশ্চিত আশ্বাস পাওয়া গেল। তাই ২০১১ এর জানুয়ারীতে ডাকা হল সংবাদ সম্মেলন। সেখানে উপস্থিত থাকলেন বাংলাদেশ বাস্কেটবল ফেডারেশনের সভাপতি এবং স্থানীয় সাংসদ ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সহ-সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ আনিসুর রহমান দীপু, টিডাবের চেয়ারম্যান এম জামিউল আহমেদ জামিল এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাষ্টি জনাব মফিদুল হক।

দলটি বহুবার সেগুনবাগিচার "মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর"-এ গিয়েছে। এবারই প্রথম তারা জাদুঘরের কোন ট্রাষ্টির সাথে এতো কাছে থেকে কথা বলতে পারলো। বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত, জাদুঘরের উদ্বোধন হয় ১৯৯৬ সালের ২২শে মার্চ। মফিদুল হক স্যারের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে তিনি জানান, "তখন মুক্তিযুদ্ধের ২৫ বছর পেরিয়ে যাচ্ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকেই মারা যাচ্ছিলেন। একটা পর্যায়ে সমমনা আমরা কয়েকজন ভেবেছিলাম কোথাও তেমন বড় কিছু সংগ্রহ নেই। জাতির এত বড় অর্জনের চিন্তা-স্মৃতি সংরক্ষিত হওয়া দরকার। সেই সূত্রেই জাদুঘরের পরিকল্পনা। সবচেয়ে কঠিন ছিল স্মারক সংগ্রহ করা। এসব স্মারক ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের কাছেই খুবই আবেগময়। সে কারণে দাতাদের কাছে আস্থা অর্জন করাটা ছিল জরুরি। দৃশ্যমান একটি অবকাঠামো থাকা অনিবার্য মনে হয়েছিল। তাই প্রথমেই বাড়ি ভাড়া করা হলো। এরপর বিভিন্ন জেলায় জেলায় গিয়ে সুধী সমাবেশ করে মানুষের কাছে জাদুঘরের কারণ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। এসব সমাবেশ থেকেও অনেক নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে। বর্তমানে জাদুঘরের সংগ্রহভাণ্ডারে জমা হয়েছে ১৭,০০০-এরও বেশি স্মারক।

ভাড়া বাড়িতে স্থান-স্বল্পতার কারণে সংগৃহীত স্মারকসমূহ যথাযথভাবে প্রদর্শন এবং সংরক্ষণ করা সম্ভব না হওয়ায় (২০০৭-২০০৮-২০০৯) সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আগারগাঁও এলাকায় জাদুঘরের অনুকূলে ০.৮২ একর ভূমি বরাদ্দ দেয়। নভেম্বর ২০০৯-এ নতুন জাদুঘরের স্থাপত্য-নকশা নির্বাচন চূড়ান্ত হয়। কিন্ত ভূগর্ভস্থ তিনটি তলাসহ নির্বাচিত নকশা অবলম্বনে নয়তলা এই ভবন তৈরীর যে বিশাল ব্যয় তা মেটানোর মতোন নিজস্ব কোন তহবিল জাদুঘরের নেই। তাই শীঘ্রই উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ভবন নির্মাণের তহবিল সংগ্রহের জন্য আহ্বান জানানো হবে দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি।"

যেহেতু এই দলটির সবসময়ই ভ্রমণের পাশাপাশি ভালো কোন কাজ করা। তাই নতুন ভবন নির্মাণ তহবিল সংগ্রহের বিষয়ে প্রচারণার দায়িত্ব নিজেদের কাধে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করে দলটি। তারা ঠিক করে ৬৪ জেলা ভ্রমণের সময় সকল স্থানে তুলে

ধরবে জাদুঘরের নতুন ভবন নির্মানের বিষয়টি। তারপরে জানাবে কিভাবে দেশের যে কোন স্থান থেকে যে কেউই অংশ নিতে পারবে এই তহবিল প্রদানের কাজে। স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য তারা কারোর কাছ থেকে সরাসরি কোন সাহায্য গ্রহণ করবে না। সবকিছু জানানোর পরে সবাইকে পৌছে দেবে জাদুঘর কতৃপক্ষের নিজস্ব ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার।

২০১১ সালের ২৭শে এপ্রিল এই বিষয়ে জাদুঘর কতৃপক্ষের নিকট থেকে প্রত্যয়ন পত্র গ্রহণ করে। ৪ঠা মে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এদিকে পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তরফে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ভ্রমণটির মনিটরিং এর এবং সব জেলা-উপজেলাতে আবাসনের দায়িত্ব নেয়। বিটিবি-র প্রতিষ্ঠাকালীন নির্বাহী কর্মকর্তা, যুগ্ম-সচিব জনাব আলিমুদ্দিন আহমেদ স্মারকপত্র দেন সব জেলার জেলা প্রশাসকগণের বরাবর।

২০১১ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে সাইকেল ভ্রমণকারী দলটি বের হয় ৬৪ জেলা ভ্রমণে। ভ্রমণের সময় তারা প্রবেশ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। তারা প্রতিটি স্থানে "পরিবেশ, পর্যটন এবং মুক্তিযুদ্ধ" নিয়ে কথা বলে। এরপরে কথা বলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিয়ে, জাদুঘরের নতুন ভবন নিয়ে, যেখানে থাকবে আরো বেশী স্বারক প্রদর্শনীর জন্য। সবশেষে জানায়, কিভাবে যে কেউই নুন্যতম যে কোন পরিমাণের টাকা সরাসরি জাদুঘরের ব্যাংক একাউন্টে টাকাটা দিতে পারবে। যেখানে থাকবে না কম টাকা দেওয়ার বিষয়ে কোন লজ্জাবোধ। আর নুন্যতম দশ হাজার টাকার বিনিময়ে একটা প্রতীকি ইট এর দাতা হিসেবে তার/তাদের প্রতিষ্ঠানের নাম লেখা থাকবে দাতাদের তালিকায়। তাই দশ হাজার বা তদুর্ধ যে কোন পরিমাণ টাকা দিতে চাইলে তারা যেন ব্যাংকে টাকা দেওয়ার আগেই সরাসরি কথা বলে নেয় জাদুঘর কতৃপক্ষের সাথে।

এভাবেই দলটি বাংলাদেশের ৬৪ জেলা ঘুরে আসে। তারা জানে নাই বা খোজও রাখে নাই যে তাদের অনুরোধে কেউ কোন টাকা জাদুঘরের তহবিলে দিয়েছিলো কিনা। কিন্ত তারা তৃপ্ত যে তারা একটি ভালো কাজের আহ্বান ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে দেশের ৬৪ জেলায়।

তথ্যসুত্রঃ

১, উইকিপিডিয়ায় সংশ্লিষ্ট ফিচার https://bn.wikipedia.org/wiki/মুক্তিযুদ্ধ_জাদুঘর

২, প্রথম আলোঃ "মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর: এক অনন্য উদ্যোগ" ০৫ নভেম্বর ২০১৭
https://www.prothomalo.com/bangladesh/মুক্তিযুদ্ধ-জাদুঘর-এক-অনন্য-উদ্যোগ

৩, সাইকেল ট্যুরিষ্টদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং আর্কাইভ।

The inaguration ceremony and with the Reporters, Students and Teachers at various spots of Dhaka, Narayanganj, Narshingdi & Kishoreganj districts.

With the Students and Teachers at various spots of Kishoreganj, Gazipur, Tangail & Sirazganj districts.

With the Students and Teachers at various spots of Sirazganj, Pabna, Manikganj, Razbari & Kushtia districts.

With the Reporters, Students and Teachers at various spots of Kushtia, Meherpur, Chuadanga & Jhenaidaha districts.

With the Reporters, Students and Teachers at various spots of Magura, Faridpur, Gopalganj & Norail districts.

With the Reporters, Students and Teachers at various spots of Jessore, Satkhira, Khulna & Bagerhat districts.

With the Reporters, Students and Teachers at various spots of Pirozpur, Jhalkathi, Barguna & Patuakhali districts.

With the Reporters, Students and Teachers at various spots of Patuakhali, Bhola, Barisal, Madaripur & Shariatpur districts.

With the Reporters, Students and Teachers at various spots of Shariatpur, Munshiganj, Chadpur & Laxmipur districts.

With the Reporters, Students and Teachers at various spots of Noakhali, Chittagong, Coxbazar & Bandarban districts.

With the Students and Teachers at various spots of Bandarban, Rangamati, Khagrachari, Feni & Comilla districts.

With the Students and Teachers at various spots of Comilla, Brahmanbaria, Habiganj, Moulvibazar & Sylhet districts.

With the Reporters, Students and Teachers at various spots of Sylhet, Sunamganj, Netrakona Mymensingha & Sherpur districts.

With the Reporters, Students and Teachers at various spots of Sherpur, Jamalpur, Bagura & Gaibandha districts.

With the Reporters, Students and Teachers at various spots of Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur & Nilphamari districts.

With the Students and Teachers at various spots of Panchagarh, Thakurgaon, Dinazpur & Joypurhat districts.

With the Reporters, Students and Teachers at various spots of Naogaon, Chapai, Razshahi & Natore districts.

দুই চাকায় বাংলাদেশ

ঢাকার রাস্তায় অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী ● ছবি : খালেদ সরকার

রয়া মুনতাসীর ●

আশপাশের অনেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছেন। একটি মেয়ে, সেও আবার সাইকেল চালাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শোনা গেল মন্তব্যটি। আরে, মেয়েমানুষ সাইকেলে ঘুরছে!!! এ বাক্যটি যেন মেয়েটির জন্য নিত্যদিনের সঙ্গী। তবে না শোনার ভান করেই চলতে হয়। সব কথা কানে নিলে কখনোই হয়তো পূর্ণ করতে পারতেন না সাইকেলে বাংলাদেশ ঘুরে দেখার স্বপ্নটি।

অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী। সাইকেল চালিয়ে ঘুরে দেখেছেন বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা। গাড়ি, মোটরবাইক বা বাসে করে নয়, সাইকেল চালিয়ে চক্কর দিয়ে এসেছেন বাংলাদেশের এক মাথা থেকে আরেক মাথা। তবে একদম একা নয়, সঙ্গে ছিলেন স্বামী দিলীপ চৌধুরী, খন্দকার আহমেদ আলী ও গোলাম মঞ্জুর। কিছু কারণবশত গোলাম মঞ্জুর ভ্রমণটিতে শেষ পর্যন্ত থাকেননি। 'স্বাধীন পাখির মতো মনে হয়, যখন সাইকেলে করে ঘুরি। ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন ছিল সাইকেলে চেপে পৃথিবী ঘুরব। এ তো মাত্র শুরু। এখনো বাকি আছে অনেক পথ।' অ্যাঞ্জেলার চোখ দুটি হেসে উঠল এ কথাগুলো বলার সময়।

২০০৫ থেকে ২০১১। স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার কষ্টটুকু বুকে লালন করে আসছিলেন অ্যাঞ্জেলা। ঘটনার সূত্রপাত ব্যালকনি ও ছাদ থেকে। বাবা সাইকেল কিনে দিয়েছেন। তবে শর্ত দিলেন, রাস্তায় চালানো যাবে না। ব্যালকনি আর ছাদের ছোট্ট জায়গাতেই চালানো শুরু। হঠাৎ মাথায় চাপল, সাইকেলে চড়ে ঘুরে দেখবেন পুরো পৃথিবী। দুই দিন না খেয়ে থেকে ঘনিষ্ঠজনদের দিয়ে বলিয়ে রাজি করানো হলো মা-বাবাকে। সেটা ২০০৫ সালের কথা। তখন বয়স মাত্র ১৪ বছর। সাহস এবং পকেটমানির ওপর ভরসা করে চার সদস্যের দলটি বেরিয়ে পড়ল বাংলাদেশ দেখতে। ৩৪টি জেলা দেখার পর ফিরে আসতে হয়েছিল। কারণ, দেশের বিভিন্ন স্থানে তখন গোলমাল হচ্ছিল। মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে এবার মা খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিলেন।

অপেক্ষার অবসান হয়েছে গত বছর। এ লেভেল পরীক্ষা দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিলেন দুই চাকার ভ্রমণে। বাবা রোবাইয়াতুন নবী চৌধুরী। মা কোহিনূর সরকার। শারীরিক অসুস্থতার কারণে দুজনই মারা গিয়েছেন ২০০৮ সালে। সে বছরই বিয়ে হয় বন্ধু দিলীপ চৌধুরীর সঙ্গে।

'২০১১ সালের ২১ অক্টোবর আমরা চারজন বেরিয়ে পড়লাম সাইকেল নিয়ে। চার মাস লেগেছে। এ বছরের ৬ মার্চ

চিম্বুক

কক্সবাজার

মাধবপুর

রাজশাহী

নাটোরে গিয়ে আমাদের যাত্রা শেষ হয়। প্রতিটি জেলার এক বা একাধিক স্কুল/কলেজে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পরিবেশ, পর্যটন ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মতবিনিময় করার মাধ্যমে তাদের সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছি আমরা,' বলেন অ্যাঞ্জেলা। সহায়তা পেয়েছেন অনেকের। কনসোর্টিয়াম প্রাইভেট লিমিটেড এবং চট্টগ্রামের দি অ্যাডভান্সড বাংলাদেশ লিমিটেডের অর্থায়নে এই ভ্রমণের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ছিল বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড। ভ্রমণটির সমর্থনে ছিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। গত বছর ২১ অক্টোবর বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলিমউদ্দীন আহমেদ ভ্রমণ উদ্বোধন করেন।

'বিকেল হয়ে গেছে। একমুঠো ভাত দরকার। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো দোকানে পাওয়া গেল না। কিন্তু খিদেয় অজ্ঞান হওয়ার মতো অবস্থা। আগের রাতেও ঠিকমতো খাওয়া হয়নি। অবশেষে খাদ্যের সন্ধান পাওয়া গেল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কয়েকজন সদস্যের কাছ থেকে। চার মাসের স্মৃতির খাতায় জমা হয়েছে এ রকম অসংখ্য কাহিনি। ভালো এবং খারাপ।' ছিল বেশ কিছু ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা। রাস্তার বেপরোয়া যানবাহনগুলো প্রায় সময়ই যেন গায়ে উঠিয়ে দিচ্ছিল। অন্ধকার নেমে এলেই একদম চুপ করে সাইকেল চালাতেন। কাউকে বুঝতে দিতেন না, তিনি একজন মেয়ে। শুনেছেন নানা রকম কটূক্তি। পড়েছিলেন বখাটেদের কবলেও। সঙ্গে অ্যাঞ্জেলা ছিলেন বলে চুপচাপ মার খেয়ে গেছেন স্বামী দিলীপ চৌধুরী। কিছু বলতে গেলে যে বিপদ আরও বেড়ে যাবে। মোকাবিলা করেছেন প্রচণ্ড গরম ও ঠান্ডার। এ বাধাগুলোই প্রতি মুহূর্তে শক্তি দিয়েছে অ্যাঞ্জেলাকে, ইচ্ছেটাকে পূরণ করতেই হবে। 'জানতাম, অনেক বাধা আসবে। অনেক সমস্যা দেখা দেবে। সবকিছু চিন্তা করেই মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। যত বেশি এগিয়ে যাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল স্বপ্নটাকে ছুঁয়ে ফেলছি। তবে দিলীপের সহযোগিতা না পেলে এ ভ্রমণ কখনোই সম্পন্ন হতো না।'

২০ বছর পর হয়তো দেখা মিলবে না অনেক মুক্তিযোদ্ধার। ভ্রমণের সময় অ্যাঞ্জেলা তাই ক্যামেরাবন্দী করেছেন প্রতিটি জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার। ইচ্ছে, যখন তাঁরা থাকবেন না, তখন এ সাক্ষাৎকারগুলো দিয়েই বানাবেন ছোটখাটো একটি তথ্যচিত্র। ছড়িয়ে দেবেন নতুন প্রজন্মের কাছে। এর মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন কত কষ্টের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছে। মন ভালো করে দেওয়ার মতো স্মৃতিও আছে। অনেক মুক্তিযোদ্ধা অ্যাঞ্জেলাকে ডেকেছেন মেয়ে বলে। জোর করে হাতে গুঁজে দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা ভাতার কিছুটা অংশ। জানিয়েছেন, এ কয়টি টাকা অ্যাঞ্জেলার সম্মানী।

এ কয়টি মাসে যেন শিখে ফেলেছেন জীবনের অনেক কিছুই। বাংলাদেশের মেয়েদের স্বাধীনতার অভাবটুকু অনুভব করেছেন প্রতিটি পদক্ষেপেই। প্রতি মুহূর্তেই বুঝেছেন স্বপ্নপূরণের পথটা মসৃণ নয় মোটেও। তবে নিজেকে রীতিমতো ভাগ্যবান মনে করেন তিনি। মুগ্ধ হয়েছেন রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজারের সৌন্দর্য দেখে, মানুষের আতিথেয়তা দেখে। এ মাসের ২৪ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে সাইকেল নিয়ে গাজীপুর থেকে ঢাকায় প্রবেশ করবে তিনজনের এ দলটি। শেষ হবে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা ভ্রমণ। তবে সামনে এখনো অনেকটা পথ বাকি। এরপর তো বিশ্বভ্রমণে বের হতে হবে। তার জন্য যেন এখন থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছেন। যে ভ্রমণের মাধ্যমে তুলে ধরবেন বাংলাদেশকে। বিশ্বকে জানাবেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার গৌরবোজ্জ্বল নয়টি মাসের ইতিহাস। এমনটাই স্বপ্ন দেখেন অ্যাঞ্জেলা।

Prothom Alo
March 2012

বাংলাবাজার পত্রিকা ঢাকা শুক্রবার। ২১ অক্টোবর। ২০১১। travel@banglabazarpatrika.com

তবুও এগিয়ে যেতে হবে | সাইক্লিং

অ্যানজেলা চৌধুরী। মেয়েদের সাইক্লিং-এ পরিচিত এক নাম। ইতোমধ্যে ঘুরেছেন দেশের ৩৪টি জেলা। ৬৪ জেলা ভ্রমণের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছেন আজ। ১৮ অক্টোবর তিনি এসেছিলেন বাংলাবাজার পত্রিকার কার্যালয়ে। কথা হলো প্রতিদিনের ভ্রমণ গাইড 'দেশেরপথে'র সঙ্গে। তার সাইক্লিং শুরু, বর্তমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে আজকের প্রতিবেদন তৈরি করেছেন সোহেল রানা ও শাহীন আহমেদ–

দেশেরপথে: সাইকেল চালানোর শুরুটা কবে থেকে?
অ্যানজেলা চৌধুরী: পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় বাবা সাইকেল কিনে দেয়। সেটাই ছিল শুরু।
দেশেরপথে: তারপর?
অ্যানজেলা চৌধুরী: পড়তে পড়তে শেখা। তারপর এগিয়ে চলা। অনেকটা পথ। ২০০৫ সালে প্রথম ঢাকা জিপিও জিরো পয়েন্ট থেকে আমরা চারজন নারায়ণগঞ্জ সাইকেল চালিয়ে যাই। এরপর নরসিংদী, কিশোরগঞ্জসহ দেশের ৩৪টি জেলা।
দেশেরপথে: সাইক্লিং-এ আমাদের দেশের মেয়েদের অবস্থান খুব নড়বড়ে। সে ক্ষেত্রে আপনার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন কে বা কারা?
অ্যানজেলা চৌধুরী: প্রথমেই চলে আসে বাবা-মার কথা। তারপর 'বাংলাদেশ সাইকেল ট্যুরিস্টস' সংগঠনের সায়েদ ভাই। এরপর স্বামী। সেও একজন সাইক্লিস্ট। তার সহযোগিতা না পেলে সাইকেল চালানোর ধারাবাহিকতা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হতো না।
দেশেরপথে: চলতি পথে ভালোলাগার কোনো স্মৃতি?
অ্যানজেলা: আমার স্পষ্ট মনে আছে, নরসিংদীতে আমরা যখন পৌঁছাই তখন স্থানীয় একটি ক্রীড়া অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করানো হয় আমাদের দিয়ে। খুব গর্বিত মনে হয়েছিল সেদিন।
দেশেরপথে: আপনার বর্তমান পরিকল্পনা?
অ্যানজেলা চৌধুরী: ৩৪ জেলা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ঝুড়িতে সঞ্চিত আছে। তাকে পুঁজি করেই ৬৪ জেলা ভ্রমণ।
দেশেরপথে: শুরুটা করবেন কবে আর কোথা থেকে?
অ্যানজেলা চৌধুরী: ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের সামনে থেকে ২১ অক্টোবর।
দেশেরপথে: এবার আপনার ভ্রমণসঙ্গী কে কে হচ্ছেন?
অ্যানজেলা চৌধুরী: আমার স্বামী দিলীপ চৌধুরী, খন্দকার আহম্মদ আলী, গোলাম মনজুর ও আমি।
দেশেরপথে: বিশেষ কোনো বার্তা বহন করছেন কি?
অ্যানজেলা চৌধুরী: নিশ্চয়ই। পরিবেশ দূষণ, মাদক, পর্যটন, জলবায়ু, মুক্তিযুদ্ধ, পরিবেশবান্ধব বাহন হিসেবে সাইকেলের ব্যবহার বাড়ানোসহ আরো কয়েকটি বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা বাড়ানোর কাজ করব। এছাড়াও প্রতিটি জেলার জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং স্থানীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করব।
দেশেরপথে: ভ্রমণে প্রয়োজনীয় জিনিস হিসেবে কী কী নিচ্ছেন?
অ্যানজেলা চৌধুরী: অবশ্যই একটা সাইকেল। আর সেটি হলো কিউবার হাভানার তৈরি বারাসা ব্র্যান্ডের। থাকবে প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিসপত্র, জিপিএস, ক্যামেরা, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট মডেম, সাইকেল মেরামতের টুলস।
দেশেরপথে: মেয়েদের সাইকেল চালানোর বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে কিছু বলুন।
অ্যানজেলা চৌধুরী: শুরুর দিকে অনেক প্রতিবন্ধকতা পেরোতে হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে যেটা হয় আরকি। আমিও পেরিয়েছি। সব বাধা পেছনে ফেলে ৩৪ জেলা ঘুরে এবার ৬৪ জেলায় যাচ্ছি। সবার মনে রাখতে হবে- পাছের লোকে কিছু বলবেই, তারপরও এগিয়ে যেতে হবে।
এখন অনেক জায়গায় এমনকি গ্রামের মেয়েরা সাইকেল চালিয়ে দল বেঁধে স্কুলে যায়, অ্যাডভেঞ্চার অংশগ্রহণ করে। মেয়েদের জন্য এটি একটা ভালো দিক। তবে আত্মবিশ্বাই সফলতা এনে দেয় বলে আমি মনে করি। নিজের উপর নিজের বিশ্বাস অটুট রাখতে হবে।

অ্যানজেলা চৌধুরী

দেশেরপথে: ভবিষ্যত কোনো পরিকল্পনা....?
অ্যানজেলা চৌধুরী: সাইকেলে গোটা বিশ্ব দেখতে চাই। আমার বিশ্বাস আমি সেটা পারব।
দেশেরপথে: নতুন যেসব মেয়ে সাইক্লিং-এ আসতে চায় তাদের জন্য কিছু বলুন।
অ্যানজেলা চৌধুরী: একটাই কথা সেটা হলো মানসিকতার পরিবর্তন করে এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্বাই নিয়ে যাবে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে।

ডেমোটিনি ১৩
রোববার ১৫ জুলাই ২০১২

অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী। মেয়েদের সাইক্লিংয়ে পরিচিত এক নাম। ইতিমধ্যে সাইকেলে ঘুরেছেন দেশের ৬৪টি জেলা। পরিকল্পনা আছে সাইকেলে বিশ্বভ্রমণ করার। তার সাইক্লিং শুরু, বর্তমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেন **সোহেল রানা**

সাইকেলে বিশ্ব ঘুরতে চাই

অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী

সোহেল রানা : সাইকেল চালানোর শুরুটা কবে থেকে?
অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী : পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় বাবা সাইকেল কিনে দেন। শুরুটা সেখান থেকেই।
তারপর?
অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী : পড়তে পড়তে শেখা। তারপর এগিয়ে চলা। অনেকটা পথ। ২০০৫ সালে প্রথম ঢাকা জিপিওর জিরো পয়েন্ট থেকে আমরা চারজন নারায়ণগঞ্জে সাইকেল চালিয়ে যাই। এরপর নরসিংদী, কিশোরগঞ্জসহ দেশের ৩৪টি জেলা। ২০১১ সালের ১৯ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের সামনে থেকে শুরু করে ৬৪ জেলা ঘুরেছি।
সাইক্লিংয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের অবস্থান খুব নাজুক। সে ক্ষেত্রে আপনাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন কে বা কারা?
অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী : প্রথমেই বলব বাবা-মার কথা। তাদের অনুপ্রেরণাতেই সাইক্লিংয়ে আসা। এছাড়া আমার স্বামী দিলীপ চৌধুরীও একজন সাইক্লিস্ট। বিয়ের পর সে আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তার সহযোগিতা না পেলে সাইকেল চালানোর ধারাবাহিকতা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হতো না। ৬৪ জেলা ভ্রমণের সময় ৪ জনের দলে আমার স্বামীও ছিল।
চলতি পথে ভালোলাগার কোনো স্মৃতি?
অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী : আমার স্পষ্ট মনে আছে, প্রথমবার সাইক্লিং করে আমরা যখন নরসিংদীতে পৌঁছাই তখন স্থানীয় একটি ক্রীড়া অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করানো হয় আমাদের দিয়ে। নিজেকে খুব গর্বিত মনে হয়েছিল সেদিন।

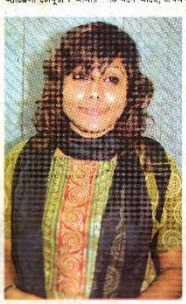

৬৪ জেলা ভ্রমণের সময় বিশেষ কোনো বার্তা বহন করেছিলেন কি?
অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী : নিশ্চয়ই। পরিবেশ দূষণ, মাদক, পর্যটন, জলবায়ু, মুক্তিযুদ্ধ, পরিবেশবান্ধব বাহন হিসেবে সাইকেলের ব্যবহার বাড়ানোসহ আরো কয়েকটি বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা বাড়ানোর কাজ করেছি। এছাড়া জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং স্থানীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছি।
ভ্রমণে প্রয়োজনীয় জিনিস হিসেবে সঙ্গে কী কী নিয়েছিলেন?
অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী : অবশ্যই একটা সাইকেল। আর সেটি হল কিউবার হাভানার তৈরি বারাসা ব্র্যান্ডের। ছিল প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিসপত্র, জিপিএস, ক্যামেরা, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট মডেম, সাইকেল মেরামতের টুলস।
মেয়েদের সাইকেল চালানোর বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে কিছু বলুন।
অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী : শুরুর দিকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে যেটা হয়। আমিও পেরিয়েছি। তবে সব বাধা পেরিয়েই এগুতে হবে। আমিও সব বাধা অতিক্রম করেই ৬৪ জেলা ঘুরেছি। সবার মনে রাখতে হবে– পাছে লোকে কিছু বলবেই, সে কথায় কান না দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। বর্তমানে অনেক জায়গায় এমনকি গ্রামের মেয়েরা সাইকেল চালিয়ে দল বেঁধে স্কুলে যায়, এনজিও কর্মীরাও সাইকেলে অফিস করে। মেয়েদের জন্য এটি অবশ্যই একটা ভালো দিক। তবে আত্মবিশ্বাই সফলতা এনে দেয় বলে আমি মনে করি।
সাইক্লিং নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?
অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী : সাইকেলে গোটা বিশ্ব দেখতে চাই এবং আমার বিশ্বাস আমি সেটা পারবই।

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২

সকালে খামারের সব পুকুর থেকে মাছ ধরে বিক্রির জন্য ওজন করে রাখা হচ্ছিল। এ সময় দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ছমিন মিয়া, আমিল মিয়া ও ফয়জুল মিয়ার নেতৃত্বে ২৫-৩০ জনের একদল দুর্বৃত্ত খামারে হামলা চালায়।

শ্রীমঙ্গল থানার ওসি মো. আবদুল্লাহ বলেন, এ ঘটনায় রতন চন্দ্র মামলা করেছেন। এ ঘটনায় ফয়জুল মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অ্যান্ড কলেজ।

২০১১ সালে নিজ গ্রামের রফিকুল ইসলামের সঙ্গে সালমার বিয়ে হয়। বর্তমানে তিনি বাবার বাড়ি থেকে পরীক্ষা দিচ্ছেন।

সালমার পরিবার সূত্রে জানা যায়, ২ ফেব্রুয়ারি বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা দিয়ে সালমা বাড়িতে আসার পরপরই তাঁর প্রসব বেদনা ওঠে। তাঁকে দ্রুত জেলা শহরের

জানতে চাইলে সালমা আক্তার গতকাল পরীক্ষা কেন্দ্রে বসে প্রথম আলোকে বলেন, 'পরীক্ষা দিতে আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না।'

কেন্দ্র সচিব সরিষাবাড়ী পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ আবদুর রউফ বলেন, 'নবজাতককে নিয়ে স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষা দিয়ে সালমা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।'

মির্জাপুরে কবর থেকে কঙ্কাল চুরির অভিযোগ

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি ●

টাঙ্গাইলের মির্জাপুর কেন্দ্রীয় কবরস্থান থেকে কঙ্কাল চুরির অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল বুধবার এলাকাবাসী ওই কবরস্থানে গিয়ে বিষয়টি জানতে পারে।

এলাকাবাসী জানায়, গত মঙ্গলবার মির্জাপুর কলেজের সহকারী অধ্যাপক সৈয়দ ওসমান গনি তাঁর সহকর্মী একই কলেজের ...বেক সহকারী অধ্যাপক মজিবর ...হমানের ছেলে চিকিৎসক ...হাপুলের কবর জিয়ারত করতে ...ন। সেখানে গিয়ে ওসমান গনি ...ই কবরটির মাথার দিকে খোঁড়া ...খতে পান। বিষয়টি তিনি একই ...লেজের সহকারী অধ্যাপক মো. ...দুল্লাহ ও প্রভাষক ছানোয়ার

পরিবেশ, পর্যটন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাইসাইকেলে দেশভ্রমণে বের হওয়া দিলীপ চৌধুরী, অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী ও খন্দকার আহম্মদ আলী ৪৫টি জেলা ঘুরে গতকাল সুনামগঞ্জে পৌঁছান। সেখানে তাঁরা স্থানীয় প্রশাসন, সংবাদকর্মী ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন ● ছবি: প্রথম আলো

রাজশাহী রোববার ২১ ফাল্গুন, ১৪১৮ ॥ ১০ রবিউস সানি ১৪৩৩ ॥ ৪ মার্চ ২০১২

ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী সিল্কের আভিজাত্যের প্রতিক
উষা সিল্ক ইন্ডাষ্ট্রিজ
আমরাই একমাত্র দিয়ে থাকি রং ও মিল রেটে ১০০% রাজশাহী সিল্কের নিশ্চয়তা
ফ্যাক্টরী ও শো-রুম
এ-২৩৫, বিসিক, সপুরা
রাজশাহী। ফোন : ৭৬০২২৭, ৮৬১৪১৯
মোবা : ০১৯১২-১২৮০২৫
০১৯১২-১২৮০২৪
ঢাকা শো-রুম
মমতাজ প্লাজা রোড নং-৪
বাড়ি নং-৭, ধানমন্ডি, ঢাকা
ফোন : ০২-৯৬৭৭৮১, ৮৬১৪২৬৩
মোবা : ০১৭১১-৩৪৯০৪৯
web site: ww.ushasilk.com
E-mail: ushasilk.bd@ushagroup.net

সপুরা সিল্ক মিলস্ লিমিটেড
ওয়েব সাইট : www.sopurasilk.com
কারখানা ও শো-রুম, সপুরা, রাজশাহী।
টেলি : ৭৬১৫৯২, ৭৬০৬৮১, ০৬৪৪৭২৯০৫০১-৬
ফ্যাক্স : ৭৬১৫৯১, মোবাইল : ০১৭১১৮১১২২৩
E-mail : sopura@librabd.net

হিলি সীমান্তে ৬ শিশু উদ্ধার ৩ পাচারকারী আটক

...লি সীমান্তের চেচড়া বর্ডার দিয়ে ...রতে পাচারকালে শনিবার বিকেলে ... শিশু উদ্ধার হয়েছে। আটক করা ...য়েছে ভারতীয় ২ নারীসহ ৩ পাচারকারীকে। জয়পুরহাট র‌্যাব-৫ এবং বিজিবি যৌথ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। বাংলানিউজ

উদ্ধার শিশুরা হলো, দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার চৌধুরী গোপালপুর গ্রামের হাফিজুলের ছেলে মেহেদী হাসান (১৫), একই গ্রামের

➤ ২-পাতায়, ১-কলাম

...নলাইনে বিসিএস'র ...রম

.... পিএসসি চেয়ারম্যান

...এসে দীর্ঘসূত্রতা কমাতে অন-...নে ফরম ছাড়া হয়েছে বলে ...খ করেছেন বাংলাদেশ সরকারি কমিশনের (বিপিএসসি) চেয়ার-... এটিএম আহমেদুল হক।

... বলেন, 'সময় কম লাগানোর ...ই ৩৩তম বিসিএসের ফরম ...াইনে ছাড়া হয়েছে। এর ফলে

-পাতায়, ৮-কলাম

হাইকোর্টের নির্দেশনায় মিডিয়ার স্বাধীনতা খর্ব হয়নি : আইনমন্ত্রী

আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেছেন, 'মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা মিডিয়ার স্বাধীনতা ও তথ্য অধিকার আইনকে খর্ব করেনি।' বাংলানিউজ

তিনি বলেন 'বিচারকরা একটি

➤ ২-পাতায়, ৪-কলাম

...রাষ্ট্রে টর্নেডোর হানা ...হানি বেড়ে ২৫

...ষ্ট্রের ছয়টি অঙ্গরাজ্যে ভয়াবহ ...ক ঘূর্ণিঝড় টর্নেডোর আঘাতে ...নির সংখ্যা বেড়ে ২৫ জনে ...য়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ...নির ঘটনা ঘটেছে ইন্ডিয়ানা, ... এবং অঙ্গরাজ্যে সবচে

বাংলানিউজ

...তায়, ২-কলাম

বাঘা ও তাড়াশে অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষতি

সোনালী ডেস্ক: রাজশাহীর বাঘা ও সিরাজগঞ্জের তাড়াশে অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

বাঘা প্রতিনিধি জানান, বাঘায় পৃথক দু'টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বাড়িতে আগুন লেগে আসবাবপত্র, টিভি ফ্যান ও অন্যান্য জিনিসপত্রসহ প্রায় ৭ লক্ষ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

জানা যায়, উপজেলার গঙ্গারামপুর গ্রামের সাজদার রহমানের বাড়িতে শুক্রবার দুপুর ২টায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সেলিম আহমেদ

➤ ৭-পাতায়, ৩-কলাম

দেশে মেয়েদের মধ্যে প্রথম বাই-সাইকেলে ৬৪ জেলা ভ্রমণের রেকর্ড গড়লেন অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী। সাথে দিপু ও সায়েদ -সোনালী সংবাদ

বাইসাইকেলে তিনজনের ৬৪ জেলা ভ্রমণ

স্টাফ রিপোর্টার: অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী একজন ছাত্রী। তিনি বিশ্ব ভ্রমণ করতে চান। তবে গাড়ী বা উড়ো-জাহাজে নয়, বাইসাইকেলে বিশ্ব ভ্রমণ করে তিনি রেকর্ড সৃষ্টি করতে

➤ ৭-পাতায়, ১-কলাম

কুকুরের পেছনে ব্যয় ৫ হাজার কোটি ডলার!

যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে কুকুর বা পোষা প্রাণী প্রীতি আগে থেকেই ছিল। কিন্তু বিষয়টি এখন রীতিমত বিলাসিতার পর্যায়ে গেছে বলে

➤ ২-পাতায়, ৪-কলাম

তানোরের অগ্নিদগ্ধ বৃদ্ধার মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার: তানোরে অগ্নিদগ্ধে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বৃদ্ধা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন। নিহত ওই বৃদ্ধার নাম সখিনা বেওয়া(৮০)।

জানাগেছে, সখিনা বেওয়া দৃষ্টি

➤ ৭-পাতায়, ২-কলাম

নাটোরে ২০ লাখ টাকার হেরোইনসহ যুবক আটক

নাটোর প্রতিনিধি: নাটোরের বনবেল-ঘড়িয়া পশ্চিম বাইপাস মোড়ে প্রায় ২০ লাখ টাকার হেরোইনসহ গোয়েন্দা পুলিশ কাজী জাফর আহমেদ (২৩) নামে এক যুবককে আটক করেছে।

➤ ৫-পাতায়, ৩-কলাম

...ান (রিপন)
...দন্ত রোগের ওপর
...শিক্ষণপ্রাপ্ত।
...হতে দুপুর ১টা পর্যন্ত
...হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত
...আধুনিক চিকিৎসা
...মাত্র ২০/- (বিশ টাকায়)
...সপাতালের রোগীদের জন্য)
...বোচ্চ ছাড় দেওয়া হচ্ছে

বিভিন্ন উপজেলা ও পৌর ছাত্রলীগের সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি: রাজশাহী জেলা ছাত্রলীগের আওতাভুক্ত বিভিন্ন উপজেলা ও পৌরসভা ছাত্রলীগের

জাতীয় যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
...
বরিশাল বিভাগীয় আঞ্চলিক কেন্দ্র : মিন্টু ম্যানশন-১ (৩য় তলা), পুলিশ লাইন রোড, বরিশাল।
রাজশাহী বিভাগীয় আঞ্চলিক কেন্দ্র : বাড়ি নং-২৪, নীচতলা, হেতমখাঁ, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বিপরিতে।
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

ফুলবাড়ি (দিনাজপুর) স্থানীয় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত তিন ভ্রমণকারী -ইত্তেফাক

সাইকেলে ৬৪ জেলা ভ্রমণ

অ্যাঞ্জেলার দলের শেষ গন্তব্য নাটোর

■ অমর চাঁদ গুপ্ত অপু, ফুলবাড়ি প্রতিনিধি

অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী মেঘ বাংলাদেশি নারীদের মধ্যে ২০০৫ সালে বাইসাইকেলে সর্বপ্রথম দেশের ৩৪ জেলা ভ্রমণ করেছিলেন। দীর্ঘ ছয় বছর তার সেই রেকর্ড অক্ষত রয়েছে। নিজের গড়া সেই রেকর্ড এখন নিজেই ভাঙতে যাচ্ছেন তিনি। মহান মুক্তিযুদ্ধ, পরিবেশ ও পর্যটন সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করার জন্য আরও দুই সঙ্গীকে নিয়ে ৬৪ জেলা ভ্রমণে নেমেছেন অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী মেঘ। তার অন্য দুই সঙ্গী হচ্ছেন, দিলীপ চৌধুরী দিপু ও খন্দকার আহম্মদ আলী সায়েদ। গত রবিবার দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে যাত্রা বিরতি করেন তারা। এখানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ফুলবাড়ি প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে ভ্রমণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে মতবিনিময় করেন তারা। গতকাল সোমবার সকালে ৬০তম জেলা জয়পুরহাটের উদ্দেশ্যে ফুলবাড়ি ত্যাগ করেন তিন ভ্রমণকারী।

দিলীপ চৌধুরী দিপু ও খন্দকার আহম্মদ আলী সায়েদ জানান, গত বছরের ২১ অক্টোবর ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র থেকে ৬৪ জেলায় তাদের সাইকেল ভ্রমণযাত্রা শুরু হয়। ভ্রমণযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. আমিন উদ্দিন। সেখান থেকে একের পর এক জেলা ভ্রমণশেষে গত শনিবার পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলা এবং রবিবার ৫৯তম জেলা দিনাজপুর ভ্রমণ করেন তারা। জয়পুরহাটের পর নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী এবং সর্বশেষ ৬৪তম জেলা নাটোর ভ্রমণ করবেন এই সাইকেলযাত্রীরা। নাটোর থেকে ঢাকায় এসে শেষ হবে তাদের সাইকেল ভ্রমণ কার্যক্রম।

ভ্রমণের নেতৃত্বদানকারী অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী মেঘ বলেন, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সহযোগিতায় ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সমর্থনে এবং ঢাকার অন্যধারা কনসোর্টিয়াম প্রাইভেট লিমিটেড ও চট্টগ্রাম দি এডভ্যান্সড বাংলাদেশ লিমিটেডের অর্থায়নে ভ্রমণ কার্যক্রম আরো বেগবান হয়েছে। প্রতিটি জেলায় ভ্রমণকালে এক বা একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়েছে। সেখানে মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং পরিবেশ ও পর্যটন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণে তহবিল গঠনের জন্য সকলের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। ভ্রমণকালে প্রতিটি জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যসহ বিভিন্ন প্রকার স্থির ও সচল চিত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

২০০৫ সালে অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী মেঘ, দিলীপ চৌধুরী দিপু, খন্দকার আহম্মদ আলী সায়েদ ও রানা ৬৪ জেলা ভ্রমণ শুরু করেন। এক মাসে তারা ৩৪ জেলা ভ্রমণ করে অ্যাঞ্জেলাসহ তিনজন অভিভাবকের অনুরোধে ঢাকায় ফিরে যান। তবে অন্য ভ্রমণকারী খন্দকার আহম্মদ আলী সায়েদ একাই অবশিষ্ট ৩০ জেলা ভ্রমণ শেষ করেন।

দৈনিক
The Daily Amader Rajshahi
আমাদের রাজশাহী
রাজশাহী শনিবার । ০৩ মার্চ ২০১২
২০ ফাল্গুন ১৪১৮ । ০৯ রবিউস সানি ১৪৩৩
রেজিঃ নং রাজ ঃ ২৮৩ । ৩য় বর্ষ ১০ সংখ্যা

সাইকেলে দেশ ভ্রমনকারী রাজশাহীর মেয়ে অ্যাঞ্জেলা আজ টিকাপাড়ায় বাবা-মায়ের কবর জিয়ারত করবেন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ২০০৫ সালে অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী বাংলাদেশী মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম বাইসাইকেলে ৩৪ জেলা ভ্রমণ করেছিলেন। ছয় বছর সেই সীমা অক্ষত থাকার পরে এখন তিনি প্রতি সপ্তাহে ভাঙছেন আর গড়ছেন সেই রেকর্ড। পরিবেশ, পর্যটন এবং মুক্তিযুদ্ধ এই তিনটি বিষয়ে সচেতন হবার আহবান জানিয়ে তিনিসহ তিন সদস্যের একটি বাইসাইকেল ভ্রমণকারী দল আজ রোববার আসবেন রাজশাহী। দেশের ৬৪ জেলা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে দলটি ৩ জন সদস্য নিয়ে ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র থেকে গত ২১ অক্টোবর যাত্রা শুরু করে। সেখান থেকে একে একে নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ি, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাংগা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, নড়াইল, যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠী, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, মুন্সীগঞ্জ, চাঁদপুর, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবন, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, ফেনী, কুমিল্লা, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর, বগুড়া, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, নিলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, নওগা, চাপাই-নওয়াবগঞ্জ ভ্রমণ শেষে আজ শুক্রবার তারা ভ্রমণের ৬৩তম জেলা রাজশাহী আসবেন। আগামী রোববার তারা যাবেন ভ্রমণের শেষ বা ৬৪তম জেলা নাটোর। নাটোর থেকে ঢাকা পর্যন্ত গিয়ে ভ্রমণের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি হবে। ঢাকার অনন্যধারা কনসোর্টিয়াম প্রাইভেট লিমিটেড এবং চট্টগ্রামের দি আজওয়াদস বাংলাদেশ লিমিটেড এর অর্থায়নে এই ভ্রমণের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং সমর্থনে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। ভ্রমণকারী দলের সদস্যরা হলেন দিলীপ চৌধুরী (দিপু), অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী (মেঘ) ও খন্দকার আহম্মদ আলী (সায়েদ)। গত ২১ অক্টোবর বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সিইও জনাব অলিমউদ্দীন ভ্রমণ উদ্বোধন করেন। ভ্রমণটির সমর্থনে আরো রয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ও বিআইটিএফ। প্রতিটি জেলার এক বা একাধিক স্কুল/কলেজে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে পরিবেশ, পর্যটন ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মতবিনিময় করার মাধ্যমে সচেতন হবার আহবান জানাচ্ছেন এবং মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর নির্মানের তহবিল গঠনে সকলকে (বাকি অংশ ৩এর পাতায় ৫এর কলাম দেখুন)

নতুন প্রভাত

সপুরা সিল্ক মিল্‌স লিঃ
ওয়েব সাইট = www.sopurasilk.com
কারখানা ও শো-রুম, সপুরা, রাজশাহী
টেলিঃ ৭৬১৫৯২, ৭৬০৬৮১, ০৪৪৫৯৩৫৬৯১৬
ফ্যাক্স ঃ ৭৬১৫৯১, মোবাইলঃ ০১৭১১-৮১১২২৩
E-mail: sopura.@librabd.net

ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী সিল্কে
উষা সিল্ক
আমরাই একমাত্র দিয়ে থাকি রং ও স্লিন
ফ্যাক্টরী ও শো-রুম
এ-২৩৫, বিসিক, সপুরা, রাজশাহী।
ফোন ঃ ৭৬০২২৭, ৮৬১৪১৯
মোবাইল ঃ ০১৯১২-১২৮০২৫, ০১৯১২-১২৮০২৪
Web Site- www
E-mail-ushasilk.bd

সাইকেলে ৬২ জেলা ভ্রমণের পর
আজ রাজশাহীর মেয়ে মেঘ আসছেন

স্টাফ রিপোর্টার

পরিবেশ, পর্যটন এবং মুক্তিযুদ্ধ এই তিনটি বিষয়ে সচেতন হবার আহবান জানিয়ে তিন সদস্যের একটি বাই-সাইকেল ভ্রমণকারী দল আজ রাজশাহী আসছেন। ভ্রণকারী দলের সদস্যরা হলেন দিলীপ চৌধুরী (দিপু), অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী (মেঘ) ও খন্দকার আহম্মদ আলী (সায়েদ)। দেশের ৬৪ জেলা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে দলটি ৩ জন সদস্য নিয়ে ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্ত র্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র থেকে গত ২১ অক্টোবর যাত্রা শুরু করে। সেখান থেকে একে একে ৬২ জেলা

অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী মেঘ

শেষে আজ শুক্রবার তারা ভ্রমণের ৬৩ তম জেলা রাজশাহী আসবেন। আগামী রবিবার তারা যাবেন ভ্রমণের শেষ বা ৬৪তম জেলা নাটোর। সেখান থেকে ভ্রমণের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি হবে।

২০০৫ সালে নিজ অর্থায়নে বর্তমান দলের তিন সদস্য দিলীপ, অ্যাঞ্জেলা, সায়েদ এবং রানা দেশের ৬৪ জেলা ভ্রমণ শুরু করে। সেবার তাদের দেশব্যপী ভ্রমণ ছিল বাই-সাইকেলে বিশ্বভ্রমণের জন্য নিজেদের শারীরিক, মানসিক সামর্থ্য যাচাই করা। প্রায় একমাস সময়ে ৩৪ জেলা ভ্রমণ করার পরে

(বাকী অংশ ৩-এর পাতায় ৬-এর কলাম ⓘ)

বাই-সাইকেলে ভ্রমণকারী দলের সদস্যদের সাথে শেরপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাকীর হোসেন -তথ্যধারা

শেরপুরে পরিবেশ, পর্যটন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে সচেতনতার আহ্বান জানাতে বাই-সাইকেল ভ্রমণকারী দল

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ ২০০৫ সালে অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী বাংলাদেশি মেয়েদের মধ্যে সর্ব প্রথম বাই-সাইকেলে ৩৪ জেলা ভ্রমণ করেছিলেন। ছয় বছর সেই রেকর্ড অক্ষত থাকার পর এখন তিনি প্রতি সপ্তাহে রেকর্ড ভাঙছেন আর গড়ছেন। পরিবেশ, পর্যটন এবং মুক্তিযুদ্ধ এই তিনটি বিষয়ে জন সচেতনা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়ে তিনিসহ তিন সদস্যের একটি বাই-সাইকেল ভ্রমণকারী দল ঘুরে গেলেন শেরপুর শহর। দেশের ৬৪ জেলা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ৩ সদস্যের দলটি ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র থেকে গত ২১ অক্টোবর যাত্রা শুরু করে। সেখান থেকে একে একে নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ি, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাংগা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, নড়াইল, যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠী, বরগুনা, ➤ পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

DHAKA, SUNDAY MARCH 25, 2012
www.theindependentbd.com

DHAKA: A reception programme of bicycle tourists was held on successful conclusion of '64 district bicycle travel' at the VIP lounge of Dhaka Reporters Unity on Saturday. Civil aviation and tourism minister Lt Col (retd) Faruk Khan was the chief guest. INDEPENDENT PHOTO

www.shokalerkhabor.com
সকালের খবর
ঢাকা : রোববার ৪ মার্চ ২০১২

মেঘ এখন রাজশাহীতে

রাজশাহী অফিস ■

২০০৫ সালে অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী মেঘ বাংলাদেশি মেয়েদের মধ্যে প্রথম বাইসাইকেলে দেশের ৩৪ জেলা ভ্রমণ করেছিলেন। তার নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি বাইসাইকেল ভ্রমণকারী দল দেশের ৬৪ জেলা ভ্রমণের অংশ হিসেবে এখন অবস্থান করছে রাজশাহীতে। এবার তাদের বাইসাইকেল ভ্রমণের উদ্দেশ্য পরিবেশ, পর্যটন ও মুক্তিযুদ্ধ—এই তিন বিষয়ে দেশবাসী বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।

গতকাল দুপুরে ভ্রমণ দলটি নগরীর কালেক্টরেট মাঠে রাজশাহী জেলা প্রশাসক আবদুল হান্নানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। পরে দলটি প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে। দেশের ৬৪ জেলা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে দলটির তিন সদস্য ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র থেকে গত ২১ অক্টোবর যাত্রা শুরু করেন। ৬২ জেলা ভ্রমণ শেষে শুক্রবার তারা ৬৩তম জেলা রাজশাহী এসেছেন। আগামী সোমবার তারা যাবেন ভ্রমণের শেষ ৬৪তম জেলা নাটোর। নাটোর থেকে ঢাকা পর্যন্ত গিয়ে তাদের ভ্রমণের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবে।

ঢাকার অন্যধারা কনসোর্টিয়াম প্রাইভেট লিমিটেড এবং চট্টগ্রামের দি অ্যাডভান্সড বাংলাদেশ লিমিটেডের অর্থায়নে এই ভ্রমণের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং সমর্থনে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। ভ্রমণকারী দলের সদস্যরা হলেন দিলীপ চৌধুরী (দিপু), অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী (মেঘ) ও খন্দকার আহম্মদ আলী (সায়েদ)। গত ২১ অক্টোবর বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সিইও আলিম উদ্দীন তাদের এই ভ্রমণ উদ্বোধন করেন। ভ্রমণকারী এই দলের সমর্থনে আরও রয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ও বিআইটিএফ। দলের সদস্যরা প্রতিটি জেলার এক বা একাধিক স্কুল-কলেজে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পরিবেশ, পর্যটন ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মতবিনিময় করার মাধ্যমে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণের তহবিল গঠনে সবাইকে সহায়তা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। এ ছাড়া এক জেলা থেকে অন্য জেলায় ভ্রমণকালে সংগ্রহ করছেন অসংখ্য স্থির ও ভিডিও চিত্র।

উল্লেখ্য, অ্যাঞ্জেলা চৌধুরীর প্রয়াত পিতামাতা উভয়েই রাজশাহীর বাসিন্দা ছিলেন।

অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী মেঘের সঙ্গে অপর দুই বাইসাইকেল ভ্রমণকারী —সকালের খবর

দৈনিক সানশাইন
www.dailysunshinebd.com
THE DAILY SUNSHINE
৫ তম বর্ষ ❑ ৬১ সংখ্যা ❑ রোববার, ২১ ফাল্গুন ১৪১৮ ❑ ১০ রবিউস সানি ১৪৩৩ ❑ ০৪ মার্চ ২০১২

বাই-সাইকেলে দেশের ৬৪ জেলা ভ্রমণের রেকর্ড !

স্টাফ রিপোর্টার: গত ২০০৫ সালে রাজশাহীর মেয়ে অ্যাঞ্জেলা চৌধুরী মেঘ বাংলাদেশী মেয়েদের মধ্যে সর্ব প্রথম বাই-সাইকেলে ৩৪ জেলা ভ্রমণের রেকর্ড করেছিলেন। প্রায় সাড়ে ছয় পর সারাদেশ ভ্রমণের মধ্যেদিয়ে তার আগের রেকর্ডটি ভাঙ্গলেন তিনি নিজেই। সেই সাথে তার আরো দুই সহযোগীকে নিয়ে দলগত ভাবে গড়লেন বাই-সাইকেলে দেশের ৬৪ জেলা ভ্রমণের রেকর্ড। পরিবেশ, পর্যটন এবং মুক্তিযুদ্ধ এই তিনটি বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে তিন সদস্যের এ বাই-সাইকেল ভ্রমণকারী দলটি শনিবার ৬৪তম জেলা নাটোরের উদ্দেশ্যে রাজশাহী ছেড়েছে। এর আগে শনিবার সকালে তারা নগরীর সিটি প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন।

(২ এর পাতায় ৭ এর কলামে দেখুন)

বাই সাইকেলে দেশের ৬৪ জেলা ভ্রমনের অংশ হিসেবে রাজশাহীতে এসে জেলা প্রশাসকের সঙ্গে স্বাক্ষাত করেন মেঘ ও তাঁর দুই সাথী - সানশাইন

দৈনিক কালের কণ্ঠ
২১ ডিসেম্বর ২০১১, বুধবার

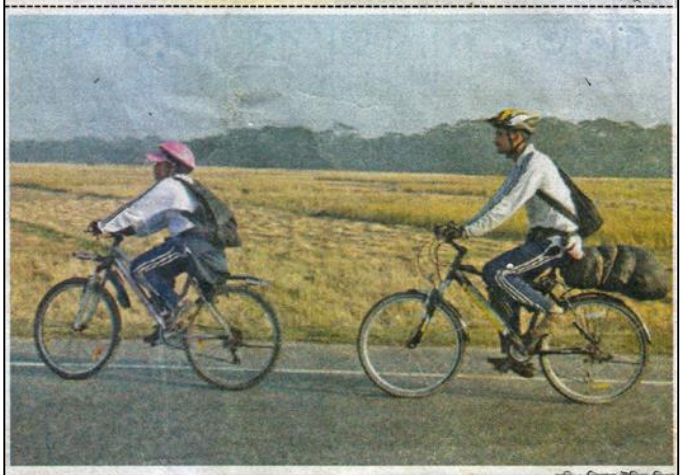

ছবি : গিয়াস উদ্দিন মিয়া

পরিবেশ, পর্যটন এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে সচেতনতার লক্ষ্যে তিন সদস্যের একটি বাইসাইকেল ভ্রমণকারী দল গতকাল বরিশালের গৌরনদীতে পৌঁছেছে। ৬৪টি জেলা ভ্রমণের উদ্দেশে তিন সদস্যের দলটি ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র থেকে গত ২১ অক্টোবর বাইসাইকেলযোগে যাত্রা শুরু করে। সেখান থেকে তারা নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জসহ ২৬টি জেলা ভ্রমণ শেষে গৌরনদীতে পৌঁছায়। ভ্রমণকারীরা হলেন দীলিপ চৌধুরী, আঞ্জেলা চৌধুরী ও খন্দকার আহম্মদ আলী (সায়েদ)।

https://www.youtube.com/watch?v=KmMNLVdjXx0